পেরুর মাওবাদী নেতা কমরেড গণজালোর জীবনাবসান

গত ১১ তারিখ স্থানীয় সময় সকালে (বাংলাদেশে রাত) ল্যাটিন আমেরিকার পেরুর মাওবাদী নেতা কমরেড গণজালো মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। মৃত্যুর পূর্বে সুদীর্ঘ প্রায় ২৯ বছর ধরে তিনি জেলে বন্দি ছিলেন। সরকারি ভাষ্য মতে কয়েক সপ্তাহব্যাপী অসুস্থতায় বন্দি অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কমরেড গণজালোর পরিচালনায় পেরুর মাওবাদী পার্টির নেতৃত্বেই গত শতাব্দীর ৮০-দশকে পেরুতে এক মহান গণযুদ্ধ গড়ে উঠেছিল। ১৯৮০ সালে সূচিত এই গণযুদ্ধ প্রায় ১২ বছর ধরে তার নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিল এবং পেরুর বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলকে মুক্ত করে দেশব্যাপী ক্ষমতা দখলের পর্যায়ে প্রবেশ করছিল। পেরুর পার্টি সূচনা থেকেই আন্তর্জাতিক মাওবাদীদের ঐক্যের সংগঠন রিম-এর সদস্য ছিল। পেরুর গণযুদ্ধ মাও-পরবর্তী বিশ্বের বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

এই গণযুদ্ধকে ধ্বংস করার জন্য পেরুর শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভু হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে গণজালো ১৯৯২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পেরুর রাজধানী লিমা থেকে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের কয়েকদিন পর তৎকালীন পেরু সরকার তাকে একটি লোহার খাঁচায় আবদ্ধ করে দালাল সাংবাদিকদের সামনে হাজির করে তাকে অপদস্ত করার জন্য। কিন্তু তিনি এই ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেন এক বীরত্বপূর্ণ ও তেজোদীপ্ত, সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ ভাষণ দানের মাধ্যমে। যে ভাষণটি "খাঁচার ভাষণ" নামে সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। এই বক্তব্যে তিনি তার গ্রেফতার সত্ত্বেও চলমান গণযুদ্ধে "লেগে থাকা"র আহ্বান জানান।

কমরেড গণজালোর উপরোক্ত মহান বিপ্লবী ভূমিকাগুলোর জন্যই পেরু রাষ্ট্র, শাসকশ্রেণি ও তাদের প্রভু আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাকে সুদীর্ঘ ২৯ বছর ধরে বন্দি করে রাখে, বিচারের নামে প্রহসন করে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত এই বয়োবৃদ্ধ নেতাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

আমরা প্রতিক্রিয়াশীলদের এই বর্বর আচরণের তীব্র নিন্দা করি। এবং কমরেড গণজালোর উপরোক্ত বিপ্লবী অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

* কিন্তু একইসাথে এটা স্মরণযোগ্য যে, তার গ্রেফতার ও খাঁচার ভাষণের এক বছরের মাথায় তার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে গুরুতর বিতর্ক শুরু হয়। যার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল, সরকার কর্তৃক প্রচারিত এই বক্তব্য ও কিছু দলিল যে, এগুলো গণজালো প্রণীত, যাতে তিনি গণযুদ্ধকে স্থগিত করে শান্তি স্থাপনের জন্য সরকারের সাথে একটি সমঝোতার লক্ষ্যে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন।

এ পরিস্থিতিতে খোদ গণজালোর মুখ থেকে তার বক্তব্য জানা ও তার মুক্তির জন্য রিম-কমিটির নেতৃত্বে বিশ্ব-ব্যাপী এক গণআন্দোলন গড়ে তোলা হয়।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে খোদ পেরু-পার্টি এ প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একপক্ষ বলতে থাকেন যে, গণজালোই সমঝোতা-লাইনের প্রণেতা, এবং তাকেই অনুসরণ করতে হবে। অন্যপক্ষ বলতে থাকেন যে, এটা সরকারি ষড়যন্ত্র মাত্র। গণজালো এমন প্রস্তাব দিতে পারেন না, এবং খাঁচার ভাষণে উল্লেখিত গণযুদ্ধে লেগে থাকার লাইনটিই গণজালোর লাইন এবং তাকেই অনুসরণ করতে হবে।

বাস্তবে এই প্রশ্নটি নিয়ে বিপ্লবের শত্রুপক্ষ খেলতে থাকে। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদেরকে বিভ্রান্ত করা, বিভক্ত করা এবং গণযুদ্ধকে ধ্বংস করা।

এমতাবস্থায় রিম-কমিটি এই সঠিক অবস্থান গ্রহণ করে যে, "লাইনই নির্ধারক, তার প্রণেতা নয়"। এই অবস্থান থেকে কমিটি সমঝোতা-লাইনের পক্ষে প্রকাশিত দলিলাদির বিশ্লেষণ সহকারে উন্মোচন করে এবং তাকে "ডান সুবিধাবাদী লাইন" হিসেবে চিহ্নিত করে।

পাশাপাশি রিম-কমিটি অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সমগ্র বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষত গণজালোর প্রকৃত অবস্থানকে যতভাবে সম্ভব জানার প্রচেষ্টা চালায়। বিভিন্ন দেশের আইনজীবী ও

স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীদের সমবায়ে গঠিত পর পর ৭টি অনুসন্ধান টিম পেরুতে যায়। তারা যত বেশি সম্ভব লোকেদের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করে এবং খোদ গণজালোর সাথেও সাক্ষাতের চেষ্টা করে। যদিও সরকার তাতে অনুমতি দেয়নি।

অনুসন্ধান ও অন্যান্য তথ্য থেকে পর্যায়ক্রমে দেখা যায় যে, পেরু-পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমঝোতা-লাইনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, এবং তারা তাকে গণজালোর প্রণীত বলে দাবি করছেন।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বন্দিকালীন ২৯ বছরের একটা দীর্ঘ সময় ধরে খোদ গণজালোর পক্ষ থেকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য প্রকাশিত না হওয়া। যা কি না তার প্রাক্তন ভূমিকার সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ফলে এ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টির শত্রু-পক্ষীয় ষড়যন্ত্রই সুবিধা পায় এবং বিপ্লবী কাতারে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত বিতর্ক শুধু পেরুর পার্টিকেই বিভক্ত করে তা নয়, শুধু পেরুর বিপ্লবকেই ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় তা নয়, এটা বিশ্বজুড়ে মাওবাদী আন্দোলনে বিতর্ক ও বিভক্তি সৃষ্টি করে।

* আমাদের পার্টি রিম-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য-পার্টি হিসেবে এই বিতর্ক ও ঘটনাবলির এসব বিকাশকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে, সরকার কর্তৃক প্রকাশিত দলিলাদি গণজালোর দ্বারা প্রণীত হোক বা না হোক, তিনি কোনো না কোনোভাবে শান্তি-লাইনটিকে ধারণ করেছেন, যা কিনা পেরু-বিপ্লবে বিপর্যয় ও আন্তর্জাতিক মাওবাদী আন্দোলনে নতুন সংকট সৃষ্টির জন্য ভূমিকা রেখেছে। এবং আরো সব বিষয়ের সাথে মিলিতভাবে রিম-এর বিলুপ্তির এক বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

এ থেকে আমাদের পার্টি মনে করে যে, এক সময়ের মহান গণযুদ্ধের স্রষ্টা ও বিপ্লবী মাওবাদী নেতা গণজালো পরবর্তীকালে সে পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি বিপ্লবী লাইনকে অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

এই ট্র্যাজেডির পেছনে বিবিধ মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বিচ্যুতি ক্রিয়াশীল ছিল, যার উপর আমাদের আলোচনা রয়েছে বিভিন্ন দলিলে। সে আলোচনার জায়গা এখানে নেই। তবে গণজালোর জীবন ও কার্যক্রম থেকে যে শিক্ষা আমরা পাই তাহলো, যখন আমরা মালেমা'র প্রতি অনুগত থাকি তখন আমাদের পক্ষে বিপ্লবের স্বার্থে বিপুল ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। আর তার থেকে বিচ্যুত হলে আমরা পথ হারিয়ে ফেলি। গণযুদ্ধ হলো মাওবাদের অঙ্গাঙ্গি একটি বিষয়। গণযুদ্ধই গণজালোকে সৃষ্টি করেছিল। তার থেকে সরে যাওয়া পেরু তথা বিশ্ব-বিপ্লবের সংকট সৃষ্টি করেছে। নেপালেও আমরা একই ঘটনা দেখেছি, তবে ভিন্ন পরিস্থিতিতে ও ভিন্ন মাত্রায়।

গণজালোর থেকে শিক্ষা নিতে হবে তার দ্বারা পরিচালিত ১২ বছর ধরে চলা মহান মাওবাদী গণযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে। একইসাথে তার মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের দুর্বলতাগুলোকেও আলোচনায় রেখে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যেগুলো কি না পরবর্তীকালে তার পথ হারিয়ে ফেলার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

আর, সর্বোপরি, পেরুর মত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসকশ্রেণি এবং তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদীদের ফ্যাসিস্ট চরিত্রকে উন্মোচন করতে হবে, যারা কোনো ক্রমেই বিপ্লব পরিচালনা করার 'অপরাধ'কে ক্ষমা করতে পারে না। তারা গণজালোকেও ক্ষমা করে নি।

আন্তর্জাতিক বিভাগ,
পিবিএসপি (বাংলাদেশ)
তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১